শ্রীমদ্রামানুজাচার্য
এর
উপদেশাবলী

অনুবাদক

বিপ্লব চন্দ্র রায়

(Author & Admin - Narayanstra পেইজ এবং vaishnavadarshana blogspot)

NARAYANSTRA

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ

ভগবান ভাষ্যকার শ্রী রামানুজাচার্যের অন্তিম উপদেশ

বাহাত্তর বাক্য

দয়ার সাগর শ্রীভাষ্যকার ভগবান শ্রীরঙ্গ মন্দিরে অবস্থানকালে পরম-একান্তিক শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বললেন—

হে শ্রীবৈষ্ণবগণ!

১) নিজের আচার্য ও অন্যান্য শ্রীবৈষ্ণব ভাগবতদের প্রতি সমানভাবে সেবা করা উচিত।

২) পূর্বাচার্যদের গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস রেখে জীবনযাপন করা উচিত।

৩) রাত-দিন ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে থাকা উচিত নয়।

৪) সাধারণ (সাম্প্রদায়িক নয় এমন) শাস্ত্রের প্রতি নিষ্ঠা রাখা উচিত নয়; অর্থাৎ, তামসিক প্রকৃতির শাস্ত্রে উল্লিখিত জাগতিক ফল প্রদানকারী কর্ম করার ইচ্ছা পোষণ করা উচিত নয়।

৫) সর্বদা কেবল ভগবানের বিষয় সংক্রান্ত শাস্ত্রের প্রতি আসক্তি থাকা উচিত।

৬) আচার্যচরণে প্রাপ্ত করুণার ফলে যদি জ্ঞান-সাগর হৃদয়ে উথলে ওঠে, তাহলে ভুলেও শব্দাদিসমূহের (ইন্দ্রিয়সুখের) দাস হওয়া উচিত নয়।

৭) শব্দ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়বিষয়কে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা উচিত। (অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের সমস্ত বিষয়কে আত্মার পতনের কারণ বলে সমানভাবে বিচার করা উচিত।)

৮) ফুল, চন্দন, পান, সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদির প্রতি কখনও কামনামূলক আসক্তি রাখা উচিত নয়; এগুলোকে ভগবানের প্রসাদরূপে গ্রহণ করা উচিত এবং ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত নয় এমন দ্রব্য ত্যাগ করা উচিত।

৯) ভগবানের নামসংকীর্তনের মতোই মহাভাগবতদের নামসংকীর্তনের প্রতিও প্রীতি রাখা উচিত।

১০) এই চিন্তা করে যে, মহাভাগবতদের আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমেই ভগবানের প্রাপ্তি হয়, মহাভাগবতদের আদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন করা উচিত।

১১) যদি কেউ রাগ, আসক্তি ইত্যাদির দ্বারা প্ররোচিত হয়ে (যত জ্ঞানীই হোক না কেন) ভগবান ও ভাগবতদের সেবা পরিত্যাগ করে, তবে তারা ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং শ্রীমন্নারায়ণের দাসত্ব ও পরাধীনতার আত্মস্বরূপ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে।

১২) শ্রীবৈষ্ণবদের স্বরূপানুষ্ঠান (কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদি) ভগবানের প্রাপ্তির উপায় মনে না করে, তা ভগবানের উদ্দেশ্যরূপে (উপেয়) বিবেচনা করা উচিত। (ভগবানই উপায়, ভগবানই উপেয়।)

১৩) মহাভাগবতদের কখনো একবচনে সম্বোধন করা উচিত নয়, বরং তাদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে সম্বোধন করা উচিত।

১৪) শ্রীবৈষ্ণবদের দর্শনমাত্রই আগে নিজে হাত জোড় করে প্রণাম করা উচিত, তাদের অভিবাদনের অপেক্ষা করা উচিত নয়।

১৫) ভগবান ও শ্রীবৈষ্ণবদের সান্নিধ্যে পা ছড়িয়ে বসা উচিত নয়; দাসভাব নিয়ে বসতে হবে।

১৬) ভগবান, গুরুদেব ও শ্রীবৈষ্ণবদের দিকের দিকে পা ছড়িয়ে শোয়া উচিত নয়।

১৭) ঘুমানোর আগে এবং সকালে জাগার পর গুরুপরম্পরার স্মরণ করতে হবে।

১৮) ভগবানের সান্নিধ্যে অবস্থানকালে যদি ভাগবতদের দর্শন হয়, তবে "সমস্ত পরিবারবিশিষ্টায় শ্রীমতে নারায়ণায় নমঃ" বলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করা উচিত।

১৯) ভগবান ও ভাগবতদের গুণগান করতে করতে শ্রীবৈষ্ণবদের যথাশক্তি পূজা ও প্রণাম না করেই মাঝপথে চলে যাওয়া গুরুতর অপরাধ।

২০) যদি কোনো শ্রীবৈষ্ণব আসেন, তবে সামনে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করা উচিত, আর বিদায়ের সময় কিছু দূর পর্যন্ত সঙ্গে গিয়ে যথাযথ সম্মান জানিয়ে বিদায় করা উচিত। তা না করলে গুরুতর অপরাধ হয়।

২১) আত্মার উন্নতির জন্য নিজেকে শ্রীবৈষ্ণবদের দাসরূপে মেনে নেওয়া উচিত এবং তাঁদের আদেশের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে দেহপোষণ করা উচিত। জাগতিক লোভে বিভিন্ন গৃহে ঘুরে বেড়ানো, মিথ্যা প্রশংসা করে কিছু পাওয়ার চেষ্টা করা এবং নিজের নিয়ম ত্যাগ করা—এটাই অনাচার এবং শ্রীবৈষ্ণব স্বরূপের জন্য ক্ষতিকর।

২২) ভগবানের মন্দির, গোপুরম এবং বিমানের দর্শনমাত্র হাত জোড় করা উচিত।

২৩) অন্যান্য দেবতার বিমানের প্রতি বিস্মিত হওয়া উচিত নয় এবং অন্যান্য দেবতার মাহাত্ম্য শুনে অভিভূত হওয়া উচিত নয়।

২৪) ভাগবত ও ভাগবতদের মাহাত্ম্য বর্ণনাকারী পুণ্যবান ব্যক্তিদের দেখে আনন্দিত না হওয়া এবং উল্টো তাঁদের নিন্দা করা নিশ্চিতভাবে গুরুতর অপরাধ।

২৫) কোনো শ্রীবৈষ্ণবের ছায়ার ওপর দিয়ে অতিক্রম করা উচিত নয়।

২৬) নিজের শরীরের ছায়াও কখনো শ্রীবৈষ্ণবদের ওপর পড়তে দেওয়া উচিত নয়।

২৭) অন্য কোনো ব্যক্তির স্পর্শের মাধ্যমে অপবিত্র হলে, সেই অপবিত্রতা দূর করার জন্য শ্রীবৈষ্ণবদের চরণ স্পর্শ করা উচিত।

২৮) দরিদ্র শ্রীবৈষ্ণবদের অভিবাদনের উত্তর না দেওয়া গুরুতর অপরাধ।

২৯) যদি কোনো শ্রীবৈষ্ণব "আমি দাস" বলে প্রণাম করেন, তবে তাকে যথাযথ সম্মান করা উচিত; উপেক্ষা করা গুরুতর অপরাধ।

৩০) শ্রীবৈষ্ণবদের জন্ম, বংশ বা তাদের অলসতা নিয়ে বিচার করা উচিত নয়। তাদের দোষ খুঁজতে বা আলোচনা করতেও নেই। বরং তাদের গুণের কথা স্মরণ করা উচিত।

৩১) সাধারণ লোকদের সামনে ভগবানের তীর্থ ও বৈষ্ণবদের শ্রীপাদতীর্থ গ্রহণ করা উচিত নয়।

৩২) যারা তত্ত্বত্রয় ও রহস্যত্রয় বোঝে না, তাদের কাছ থেকে তীর্থ গ্রহণ করা উচিত নয়।

৩৩) জ্ঞানী ও সদাচারী শ্রীবৈষ্ণবদের শ্রীপাদতীর্থ যথাযথ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত।

৩৪) ভাগবতদের ও আমাকে (যতিরাজ) সমান মনে করা উচিত নয়। বরং একান্ত ভক্ত

ভাগবতদের আমাকে থেকেও শ্রেষ্ঠ মনে করা উচিত।

৩৫) যদি ভুলক্রমে সাধারণ লোকদের স্পর্শ হয়, তবে কাপড়সহ স্নান করে শ্রীবৈষ্ণবদের শ্রীপাদতীর্থ গ্রহণ করা উচিত।

৩৬) বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ভক্তিসম্পন্ন মহাত্মাদের নিত্যসুরিদের মতো শ্রদ্ধা করা উচিত।

৩৭) বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ভক্তিযুক্ত শ্রীবৈষ্ণব মহাত্মাদের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করা উচিত।

৩৮) সাধারণ লোকদের বাড়িতে ভগবানের তীর্থ গ্রহণ করা উচিত নয়, এবং তাদের গৃহস্থিত ভগবৎ-বিগ্রহের সেবাও করা উচিত নয়।

৩৯) ভগবানের পবিত্র তীর্থভূমিতে থাকলে, সাধারণ লোকদের দেখার পরেও তীর্থপ্রসাদ গ্রহণ করা যায়, কারণ সেখানে দৃষ্টির অশুদ্ধতা ধরা হয় না।

৪০) "আমি আজ একাদশী ব্রত পালন করেছি"—এই বলে ভগবানের সামনে বৈষ্ণবদের দেওয়া প্রসাদ বর্জন করা উচিত নয়।

৪১) ভগবানের প্রসাদকে কখনো উচ্ছিষ্ট মনে করা উচিত নয়, কারণ এটি সমস্ত পাপ নাশ করে।

৪২) শ্রীবৈষ্ণবদের সামনে নিজের প্রশংসা করা উচিত নয়, বরং সবসময় নম্রতা বজায় রাখা উচিত।

৪৩) শ্রীবৈষ্ণবদের সামনে কারও নিন্দা করা উচিত নয়।

৪৪) শ্রীবৈষ্ণব মহাত্মাদের গুণ উপলব্ধি করা ও তাদের সেবা করা ছাড়া অন্য কোনো কাজ করা উচিত নয়।

৪৫) প্রতিদিন অন্তত একবার নিজের আচার্যের গুণাবলি স্মরণ করা উচিত।

৪৬) প্রতিদিন অন্তত একবার ভক্তদের জীবন ও শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করা উচিত।

৪৭) যারা দেহকেই আত্মা মনে করে, তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত।

৪৮) শঙ্খ-চক্র চিহ্ন থাকলেও, যারা ইন্দ্রিয়সুখের দাস, তাদের সঙ্গ করা উচিত নয়।

৪৯) যারা সবসময় অন্যের দোষ খোঁজে, তাদের সাথে কথা বলা উচিত নয়।

৫০) যদি ভুলবশত অন্য দেবতার উপাসকদের সংস্পর্শে আসা হয়, তবে সেই দোষ নিবারণের জন্য মহাভাগ্যবান বৈষ্ণবদের সঙ্গ করতে হবে।

৫১) যারা ভগবানের ভক্তদের নিন্দা করে, তাদের দেখা উচিত নয়। যারা আচার্যদের অবমাননা করে, তাদেরও দেখা উচিত নয়।

৫২) যারা শ্রীভগবানের শরণাগত মন্ত্রে বিশ্বাসী, তাদের সঙ্গ করা উচিত।

৫৩) যারা ভগবান ছাড়া অন্য কিছুতে মুক্তির উপায় খোঁজে, তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত।

৫৪) যারা পরম শরণাগতি গ্রহণ করেছে, তাদের সঙ্গ করা উচিত।

৫৫) যারা তত্ত্বত্রয় ও রহস্যত্রয়ের অর্থ জানেন, তাদের সঙ্গ করা উচিত।

৫৬) যারা কেবল অর্থ ও ভোগের চিন্তায় থাকে, তাদের সঙ্গে থাকা উচিত নয়।

৫৭) কেবল ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গেই কথা বলা উচিত।

৫৮) যদি কোনো শ্রীবৈষ্ণব অপমানও করেন, তবুও তা মন থেকে মুছে ফেলা উচিত এবং তার প্রতি কোনো বিরূপ মনোভাব রাখা উচিত নয়।

৫৯) বৈকুণ্ঠে যেতে চাইলে সবসময় শ্রীবৈষ্ণবদের মঙ্গলকামনায় লিপ্ত থাকা উচিত।

৬০) ধর্মবিরুদ্ধ কোনো কাজ, তা যত বড় ফলপ্রদ হোক না কেন, তা কখনো করা উচিত নয়।

৬১) ভগবানকে নিবেদন না করে অন্ন গ্রহণ করা উচিত নয়।

৬২) ফুল, চন্দন, পান, বস্ত্র, জল, ফল ইত্যাদি ভগবানকে নিবেদন না করে গ্রহণ করা উচিত নয়।

৬৩) যদি কেউ ভগবান ছাড়া অন্য কিছুতে বিশ্বাসী হয়, তবে তার দেওয়া অযাচিত দানও গ্রহণ করা উচিত নয়।

৬৪)জাতিদূষিত অন্ন (যেমন পেঁয়াজ, রসুন)

আশ্রয়দূষিত অন্ন (অযোগ্য বা অনুচিত ব্যক্তির অন্ন)

নিমিত্তদূষিত অন্ন (যেমন জুঠো, কুকুর-বিড়াল-কাকের খাওয়া)এমন অন্ন বর্জন করে কেবল শুদ্ধ অন্ন ভগবানকে নিবেদন করে গ্রহণ করা উচিত।

৬৫) নিজের ইচ্ছার জন্য নিষিদ্ধ বা অপবিত্র দ্রব্য ভগবানকে নিবেদন করা উচিত নয়। এটি ভগবদ্ভোগ নয়, বরং নিজের জন্য ভোগ করা।

৬৬) ভগবানকে নিবেদিত খাদ্য, ফল, জল, সুগন্ধি দ্রব্যকে সর্বদা প্রসাদরূপে গ্রহণ করা উচিত, ভোগদ্রব্য মনে করা উচিত নয়।

৬৭) প্রতিদিনের সকল নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম ভগবানের সেবার মানসিকতায় সম্পাদন করা উচিত।

৬৮) তিনটি মন্ত্র (মূল, দ্বয় ও চরম) যারা আত্মস্থ করেছেন, তাদের অবমাননা করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে জীবের পতন ঘটে না।

৬৯) ভগবদ্ভক্তদের সন্তুষ্টি ছাড়া মুক্তি সম্ভব নয়।

৭০) ভগবদ্ভক্তদের সেবা করাই শ্রেষ্ঠ কাজ, আর তাদের অবমাননাই সবচেয়ে বড় আত্মনাশ।

৭১)অর্চাবিগ্রহকে সাধারণ পাথর ভাবা, আচার্যকে সাধারণ মানুষ মনে করা, বৈষ্ণবদের জাতি অনুযায়ী বিচার করা, ভাগবত তীর্থ ও শ্রীপাদতীর্থকে সাধারণ জল ভাবা, ভগবানের মন্ত্রকে সাধারণ শব্দ ভাবা,

সর্বেশ্বর ভগবানকে অন্যান্য দেবতার সমকক্ষ মনে করা— এসবই ভয়ংকর পাপ এবং আত্মার জন্য ধ্বংস ডেকে আনে।

৭২) ভাগবতদের পূজা ভগবানের পূজার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। ভাগবতদের অবমাননা ভগবানের অবমাননার চেয়েও গুরুতর পাপ। ভাগবতদের শ্রীপাদতীর্থ ভগবানের চরণোদকের চেয়েও মহান। তাই সর্বদা বৈষ্ণব সেবায় নিয়োজিত থাকা উচিত।

[i] নারায়ণস্ত্র পেইজ লিংক - https://www.facebook.com/profile.php?id=100085414207804